بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ মে, ২০২০ মোতাবেক ২৯ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, কেননা তিনি আমাকে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত একটি জামা'ত দান করেছেন। আমি লক্ষ্য করি যে, তাদেরকে আমি যে কাজ বা উদ্দেশ্যেই আহ্বান করি না কেন, তারা অত্যন্ত দ্রুত এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে সেকাজের জন্য এগিয়ে আসে। আমি আরো প্রত্যক্ষ করি যে, তাদের মাঝে এক বিশেষ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা বিদ্যমান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আর সম্পর্ক ও ভালোবাসার দৃশ্য আমরা দেখেছি। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণের অগণিত ঘটনা রয়েছে। পুরোনো আহমদী পরিবারগুলোতে এই আন্তরিক সম্পর্ক ঐতিহ্যগতভাবে বিদ্যমান বা পরম্পরাগতভাবে এর চর্চা দেখা যায়। আমাদের পুস্তকাদিতে, খলীফাগণের খুতবা ও বিভিন্ন বক্তব্যেও এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে সম্পর্ক সেসব পরিবারে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে আর নবাগতদের মাঝেও যা রয়েছে এবং থাকা উচিত, সে সম্পর্ক শুধু সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরবর্তী শৃঙ্খলে অর্থাৎ পরবর্তী পজন্মের সাথেও তেমনি সুদৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এই নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কই জামা'তের ঐক্য ও একতার প্রতীক এবং নিশ্চয়তা। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিজের বিদায়ের সংবাদ জামা'তকে অবগত করেন আর একইসাথে জামা'তকে আশ্বস্ত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে জামা'তে খিলাফতের ধারা সূচীত হওয়ার সুসংবাদও প্রদান করেন। যেমন আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে তিনি লিখেন,

আমি তোমাদের যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের জন্য 'দ্বিতীয় কুদরত' (বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ) দেখা-ও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী। যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমার না যাওয়া পর্যন্ত 'দ্বিতীয় কুদরত' (বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ) ঘটতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাবো তখন খোদা সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সথে থাকবে, যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। আর সে প্রতিশ্রুতি আমার ব্যক্তি-সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং তা তোমাদের সাথে সম্পর্কিত। খোদা তা'লা যেমনটি বলেন, আমি তোমার অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থাপনা সূচীত হয়। কেবল খিলাফত ব্যবস্থাপনা সূচীত হওয়া কোন অর্থ রাখে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যুগ-খলীফা এবং জামা'তের সদস্যদের মাঝে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ভক্তি ও ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়। এই সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করতে পারেন। কোন মানবীয় প্রচেষ্টা এমন সুসম্পর্ক সৃষ্টিও করতে পারে না আর প্রতিষ্ঠিতও রাখতে পারে না। এই সম্পর্কই জামা'তের একতা, ঐক্য ও উন্নতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ সম্পর্কই আল্লাহ্ তা'লার

প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের এবং আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। খিলাফতের সাথে জামা'তের সদস্যদের যে সম্পর্ক, এতে পুরোনো ও নবাগত যুবক ও শিশু-কিশোর, নারী ও পুরুষ এবং দূরদূরান্তে বসবাসকারী– সকল আহমদী অন্তর্ভুক্ত, যারা যুগ-খলীফাকে কখনো দেখেও নি। কিন্তু এসব লোক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী এবং অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টায় থাকে। যুগ-খলীফার কোন বার্তা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এমনভাবে ভালোবাসা ও আন্তরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে– যা দেখে অবাক হতে হয়। এ সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার বাস্তব প্রমাণ আর আমি যেমনটি বলেছি জামা'তের উন্নতিও এই সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত। খিলাফতের সাথে জামা'তের এবং জামা'তের সাথে খিলাফতের যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের বাস্তব প্রমাণ বহন করে। এটি কেবল দাবিসর্বস্ব নয়, হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ এমন ঘটনা আছে, যাতে জামা'তের সদস্যরা এই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করেন। যদি এসব ঘটনা সংকলিত করা হয় তাহলে অগণিত বড় বড় পুস্তকাকারে তা সামনে আসবে।

যাহোক, এখন আমি কতিপয় ঘটনা ও আবেগ-অনুভূতির উল্লেখ করব যা সকল যুগে যুগ-খলীফার প্রতি জামা'তের ছিল আর আজও বিদ্যমান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর যা আরম্ভ হয়েছে আর আজ ১১২ বছর পূর্ণ হবার পরও একইভাবে তা বিদ্যমান রয়েছে। বিরোধীরা মনে করতো যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু খিলাফতের সাথে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে জামা'তের সদস্যদের ভক্তি, ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কেনই বা হবে না, এটি যে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাহোক, এখন আমি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগ থেকে আরম্ভ করছি। প্রথমে দু'একটি ঘটনা বর্ণনা করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অসুস্থতার দিনগুলোর বিষয়ে আল-বদর পত্রিকার সম্পাদক সাহেব লিখেন, এ দিনগুলোতে খোদ্দামদের পক্ষ থেকে খলীফাতুল মসীহ্র স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয়ার উদ্দেশ্যে অগণিত পত্র আসছে। এসব পত্রের প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, যারা আমার স্বাস্থ্যের খবরাখবর জানার জন্য পত্র লিখেন আমি তাদের সকলের জন্য দোয়া করি। সম্পাদক সাহেব লিখেন, ভক্তরা আশ্চর্যজনকভাবে নিজেদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করছেন। সেসব পত্র থেকে কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করছি।

হাকিম মোহাম্মদ হোসাইন কুরায়শী সাহেব লিখেন, আমি একদিন আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করেছিলাম যে, হে প্রভু! হযরত নূহ (আ.)-এর জীবনের প্রয়োজন ছিল স্থান বিশেষের জন্য আর এখনকার প্রয়োজন তুমিই ভালো জানো। আমাদের নিবেদন গ্রহণ কর, আর আমাদের ইমামকে নূহের ন্যায় আয়ূ দান কর।

এরপর মাদ্রাস থেকে ভাই মুহাম্মদ হাসান পাঞ্জাবী সাহেব লিখেন, হযরত সাহেব সুস্থ হচ্ছেন শুনে আমি যে কতটা আনন্দিত হয়েছি, তা কেবল আমার কৃপালু ও অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ই জানেন।

সম্পাদক সাহেব আরো লিখেন, ভালোবাসা অদ্ভুত এক জিনিস। আমাদের এক বন্ধু অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী মিয়া মুহাম্মদ বখশ সাহেব তার এক পত্রে লিখেন যে, আপনি কাদিয়ানের পত্রিকায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্র বিষয়ে যে শিরোনাম লিখেন, তাতে কেবল খলীফাতুল মসীহ্ বাক্যই যেন না থাকে বরং শিরোনামেই তাঁর স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার বিষয়ে ইঙ্গিতসূচক কোন শব্দ থাকা উচিত, কেননা বদর পত্রিকা খোলার সময় সর্বপ্রথম যে শব্দগুলো

আমাদের উৎসুক চোখ খুঁজে বেড়ায় তাহলো শিরোনামের বাক্যাবলী। আমাদের নয়ন সে শিরোনামে এমন শব্দাবলী দেখতে চায় যা বিস্তারিত পড়ার পূর্বেই আমাদের হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে। সম্পাদক সাহেব লেখেন, আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধুর আন্তরিকতাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি এবং তার ইচ্ছানুযায়ী এবার শিরোনাম লিখছি।

খিওয়া বাজোয়া-র হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাহচর্যে বসেছিলেন। একদিন তিনি নিবেদন করেন, আমাকে কোন উপদেশ দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি মনে করি না যে, কোন কাজ করার প্রয়োজন ছিল আর আপনি তা করেন নি– এখন তো কেবল কুরআন হিফজ করা বাকি আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথানুযায়ী তিনি প্রায় ৬৫ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয করা আরম্ভ করেন এবং বয়স এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মুখস্ত করেন। এই ছিল তার চেতনা অর্থাৎ যে করেই হোক খলীফাতুল মসীহ্র নির্দেশ পালন করব বা তাতে আমল করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে মলকানায় শুদ্ধি আন্দোলন তুঙ্গে দেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মন অস্থির হয়ে যায় এবং তিনি সে বছরই অর্থাৎ ১৯২৩ সনের ৯ মার্চ জুমুআর খুতবায় আহমদীদেরকে নিজ খরচে সেই অঞ্চলে যাওয়ার এবং দাওয়াত-ইলাল্লাহ্র মাধ্যমে মুরতাদদের ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা জামা'তের সম্মুখে রাখেন। এই তাহরীকে জামা'তের সদস্যরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। উচ্চশিক্ষিত সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মোটকথা সকল শ্রেণি-পেশার নিষ্ঠাবান আহমদী সেসব অঞ্চলে দাওয়াত-ইলাল্লাহ্র কাজ করতে থাকেন আর তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মানুষ পুনরায় এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র কলেমা পাঠ করা আরম্ভ করে। একদিন যখন হুযূর সভায় বসেছিলেন তখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বুযুর্গ ক্বারী নঈমুদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব অনুমতি নিয়ে নিবেদন করেন, বি.এ. ক্লাসের ছাত্র আমার পুত্র মৌলভী জিল্লুর রহমান এবং মতিউর রহমান যদিও আমাকে বলে নি কিন্তু আমার ধারণা হলো, রাজপুতানা গিয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার যে তাহরীক হুযূর কাল করেছেন আর যে অবস্থায় সেখানে গিয়ে থাকার শর্ত দিয়েছেন তাদের মনে হতে পারে যে, তারা যদি নিজেদেরকে হুযূরের চরণে উপস্থাপন করে তাহলে তাদের বৃদ্ধ পিতা হিসাবে আমার হয়ত কষ্ট হবে। কিন্তু আমি হুযূরের সামনে আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষি রেখে বলছি যে, তাদের সেখানে যাওয়া ও কষ্ট সহ্য করা নিয়ে আমি আদৌ বিচলিত নই। আমি স্পষ্টভাবে বলছি, এরা দু'জন যদি আল্লাহ্র রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে মারা-ও যায় আমি এক ফোঁটা অশ্রুপাতও করবো না বরং খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। শুধু এই দুই ছেলেই নয় আমার তৃতীয় ছেলে মাহবুবুর রহমানও যদি ধর্মসেবা করতে গিয়ে মারা যায় আর আমার যদি দশ ছেলে হয় আর তারাও মারা যায় তাহলেও আমি কোন দুঃখ প্রকাশ করব না। এতে হুযূর ও উপস্থিত জামা'তের অন্যান্য সদস্যরাও জাযাকাল্লাহ্ বলেন।

১৯২৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, তখনকার সাময়িক বিচ্ছেদও জামা'তের সদস্যদের ব্যাকুল করে তুলেছিল। একটি রেওয়ায়েত হতে এটি অনুমান করা যায়। স্টেশন মাস্টার বাবু সিরাজ দীন সাহেব লিখেন, হে আমার মনিব! দূরে থাকার কারণে আমরা নিরুপায়। যদি সম্ভব হতো তাহলে বিচ্ছেদ-বেদনা এড়ানোর মানসে হুযূরের পদধুলি হয়ে যেতাম। প্রিয় মনিব, আমি চার বছর হলো দারুল আমানে যাই নি কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম যে, যখন চাইব হুযূরের পদচুম্বন করে নিব। কিন্তু এখন একেকটি দিন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্ হুযূরকে নিরাপদে ও সুস্থ এবং সফল ও বিজয়ী বেশে শীঘ্র ফিরিয়ে আনুন। এই ভালোবাসা কার সৃষ্ট? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

বলেন, গত বছর সারগোধা জেলার এক যুবক আমার তাহরীক শুনে কোন পাসপোর্ট ছাড়াই আফগানিস্তান গিয়ে উপস্থিত হয়। যুগ-খলীফার নির্দেশ আর খলীফার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্কের দাবি হলো তার নির্দেশ পালন করা (এ ছিল তার মনমানসিকতা)।

তবলীগের আহ্বান করা হয়েছিল, তিনি শুনামাত্রই আফগানিস্তান চলে যান এবং তবলীগ করা আরম্ভ করেন; অথচ তার কাছে পাসপোর্টও ছিল না। সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়; তিনি সেখানে কয়েদীদের ও অফিসারদের তবলীগ করা আরম্ভ করেন এবং সেখানকার আহমদীদের সাথেও সেখানেই পরিচয় হয় আর কয়েকজনের উপর প্রভাবও বিস্তার করেন। অবশেষে কর্মকর্তরা রিপোর্ট করে যে, এ ব্যক্তি তো জেলখানাতেও প্রভাব বিস্তার করছে! মোল্লারা হত্যার ফতোয়া দেয়, কিন্তু মন্ত্রী বলেন, সে ইংরেজ সরকারের প্রজা, তাকে আমরা হত্যা করতে পারি না। অবশেষে সরকার নিজ নিরাপত্তায় তাকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন, কয়েক মাস পর সে ফিরে আসে। তার সাহসিকতা দেখুন! আমি যখন তাকে বললাম, তুমি ভুল করেছ, আরও তো অনেক দেশ ছিল যেখানে তুমি যেতে পারতে এবং গ্রেফতার না হয়েই তবলীগ করতে পারতে। সে তৎক্ষণাৎ বলে বসে, তাহলে আপনি কোন দেশের নাম বলে দিন, আমি সেখানে চলে যাব। সেই যুবকের মা বেঁচে আছেন, সে মায়ের সাথে দেখা না করেই অন্য কোন দেশে চলে যেতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আমার নির্দেশে সে মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, যদি অন্য যুবকরাও এই আফগানিস্তান-ফেরত পাঞ্জাবী যুবকের মতো সাহস করে, তবে অল্প সময়ের ভেতরই পুরো পৃথিবীর চিত্র পাল্টে যেতে পারে।

সিরিয়ার এক বন্ধু ছিলেন, মুহাম্মদ আশ-শাওয়া সাহেব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন সিরিয়া গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর (রা.) সাথে লেবানন যাওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি খুব নামকরা উকিল ছিলেন আর খিলাফতের সাথে তার গভীর ও সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল। তিনি যেহেতু উকিল ছিলেন তাই চাইতেন যে, সব কথা যেন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে হয়। কিন্তু যখন তাকে বলা হতো যে, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে, তখন বলতেন, ব্যস, হয়েছে! যেহেতু নির্দেশ এসে গেছে তাই আর কোন কথা নেই, এখন এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মোটকথা, এমনই ছিল খিলাফতের সাথে এসব লোকের সম্পর্ক।

এরপর তৃতীয় খিলাফতের যুগ আসে। আমেরিকায় সিস্টার নাঈমা লতিফা নামক এক আহমদী ভদ্রমহিলা ছিলেন। খিলাফত ও যুগ-খলীফার প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং যুগ-খলীফার আনুগত্যকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের আমেরিকা সফরের সময় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্দার গুরুত্ব বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের বক্তব্য শুনে তখনই হিজাব পরা শুরু করেন, আর সেই যুগে নিজ অঞ্চলে তিনিই একমাত্র নারী ছিলেন যাকে ইসলামী পর্দা পালন করতে দেখা যেত। যুগ-খলীফার নির্দেশ পালনে এবং যুগ-খলীফার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা রক্ষা করতে তিনি ব্যাকুল ছিলেন যে, আমি যেহেতু বয়আত করেছি, তাই নির্দেশ পালনও করতে হবে।

খানিওয়াল জেলার সাঁওয়াল-নিবাসী নযীর আহমদ সাহেব বাগড় সারগনার একজন নিষ্ঠাবান আহমদী মোকাররম মেহের মুখতার আহমদ সাহেবের এই ঘটনা শুনিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিরোধীরা তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অত্যন্ত সক্রিয় দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার কারণে তার আত্মীয়স্বজনরাও প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বয়কট করে। এতে তিনি ঈমানের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হয়ে যান এবং নিজের বন্ধুত্বের গণ্ডি আরও বিস্তৃত করেন। বিরোধীদের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পাওয়া আরম্ভ হয় এবং শত্রুদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি সন্তানদের পড়ালেখা ও সুস্থ পরিবেশে তাদের প্রতিপালনের জন্য কৃষিজমি বিক্রি করে রাবওয়ার পরিবেশে চুক্তিভিত্তিক জমি নিয়ে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। তিনি যখন হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জানান যে, আমি নিজ গ্রাম বাগড়, সারগনা থেকে জমিজমা বিক্রি করে রাবওয়ার কাছে চুক্তিতে জমি নিয়েছি এবং ফসল লাগিয়েছি। হুযূর এটি পছন্দ করনে নি, অর্থাৎ নিজ এলাকা খালি ছেড়ে আসা উচিত হয় নি। তিনি তৎক্ষণাৎ হুযূরের কথায় সাড়া দেন। (রাবওয়ায়) জমির মালিকের কাছে ঠিকার টাকা ফেরত চান। সে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি ফসল এবং চুক্তির টাকা না নিয়েই নিজ গ্রাম বাগড় সারগনায় ফিরে আসেন এবং নিজের বিক্রয় করা জমি পুনরায় চেষ্টা করে বেশি মূল্যে ক্রয় করেন। তারপর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে এসে বলেন, হুযূর! আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে এসেছি। হুযূর (রাহে.) তার এই কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর মেহের সাহেবও খুবই আনন্দের সাথে একথা বলতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার তাঁর এক খুতবায় বলেন, আমি ১৯৭০ সালে আফ্রিকা সফরে যাই। সেখানে আমাদের একজন মুবাল্লিগ একস্থানে এমন একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেন যা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল কেননা প্রায় একশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে এমন সময়ে আমি এক জায়গায় পৌঁছাই যখন জামা'তের সদস্যদের সাথে করমর্দন করাও সম্ভব ছিল না। একশ মাইল সফর করার কারণে সফরটি কষ্টদায়ক ছিল না বরং কষ্টের কারণ ছিল, অনুষ্ঠান এতই সংক্ষিপ্ত ছিল যে, জামা'তের সদস্যদের সাথে করমর্দন করাও সম্ভবপর ছিল না। আর সেখানে আমার একটি বক্তৃতা করার কথা ছিল যাতে বিদেশী খ্রিষ্টান মেহমানরাও এসেছিলেন। হুযূর (রাহে.) বলেন, আমি সেখানে বক্তৃতা করি এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে, অনেক দেরি হয়ে যায়। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব ঘোষণা করেন যে, মুসাফা বা করমর্দন হবে না। হুযূর (রাহে.) বলেন, যেসব লোকের জীবনে প্রথমবারের মতো আহমদীয়া জামা'তের খলীফার সাথে দেখা, যিনি তাদের কাছে গিয়েছেন আর তারা জানে না যে, জীবনে আর কখনো সুযোগ পাবে কি-না, তারা এই ঘোষণা সত্ত্বেও আমার সাথে করমর্দনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, স্থানীয় আহমদীরা আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীসহ অন্যান্য সফরসঙ্গীদের এত জোরে ধাক্কা দেয় যে, তারা কোথায় গিয়ে পড়েছে নিজেরাও বুঝতে পারে নি? এরপর তারা আমার সাথে করমর্দন করা আরম্ভ করে দেয়। হুযূর (রাহে.) বলেন, যাহোক করমর্দন শুরু হয়ে যায়, তবে তা কোন সাধারণ করমর্দন ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার হাত ধরতো আর ছাড়তেই চাইত না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং আমার হাত ছাড়ত-ই না আর পরের জন অপেক্ষায় থাকত। অবশেষে অপেক্ষমান ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে এক হাত দিয়ে করমর্দনকারীর হাত ধরতো এবং আরেক হাত দিয়ে আমার হাত ধরে জোরে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে সে নিজে মুসাফা আরম্ভ করত এবং সে-ও আমার হাত ছাড়ত না। আবার পরবর্তী ব্যক্তিকেও এমনটিই করতে হতো। এক কথায় বহুবার এমনটি ঘটেছে। মোটকথা হুযূর (রাহে.) বলেন, আমরা অনেক কষ্টে সেখান থেকে বের হই। জামা'তের সদস্যরা তো জানে-ই যে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্ক কীরূপ, কিন্তু অ-আহমদীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, আমি এতটা বোকা নই যে, মনে করবো, আমার কোন গুণের কারণে পাঁচ-ছয় হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী মানুষের মনে আমার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, যারা জীবনে কখনো আমাকে দেখে-ও নি তারাও আর যারা জানতো তারাও সবাই আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে এভাবে করমর্দনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছিল! না, সত্যিকার অর্থে, এই ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা-ই সৃষ্টি করে রেখেছেন।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগ আসে। তিনি (রাহে.) বলেন, আফ্রিকায় যে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা আমাদের পুরোনো ওয়াকেফে জিন্দেগীদের কুরবানীর ফলেই হয়েছে। যে আশ্চর্যজনক বিপ্লব আজ সেখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা এতই মহান, এবং দেশের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এত আশ্চর্যজনক যে,

সেখানকার জামা'তের সদস্যরাও তা ভাবতে পারত না। কতক অভিজ্ঞ এবং স্ব স্ব দেশের প্রশাসনের প্রভাবশালী আহমদীরা আমাকে বলেছে যে,আমরাও জানতাম না যে, আমাদের জাতি আহমদীয়াতের ভালোবাসায় ও সহযোগিতায় এতটা এগিয়ে যাবে আর গোটা জাতি আহমদীয়াতের বাণী শোনার জন্য এতটা প্রস্তুত হয়ে যাবে। হুযূর (রাহে.) বলেন, এক ব্যক্তি যার নাম কিংবা তার দেশের নাম বলা সমীচিন হবে না, তিনি বলেন, আমি তো বুঝতেই পারছি না যে, কী হচ্ছে? আমার চিন্তা-চেতনাতেও ছিলনা আর আমি ভাবতেও পারতাম না, আমাদের জাতি আহমদীয়া জামা'তের খলীফার এতটা সেবা করার সৌভাগ্য পাবে এবং এতটা ভালোবাসা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ হবে। তিনি বলেন, আমি যা দেখেছি তা এখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে দেখেছি আর তা-ও জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্য কারো সাথে এরূপ আচরণ দেখি নি। তিনি এটিও বলেন যে, আমাদের জামা'তের চেষ্টার এতে কোন ভূমিকা নেই, যা কিছু হচ্ছে অদৃশ্য থেকে হচ্ছে এবং বিস্ময়করভাবে হচ্ছে। অতএব, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্ট।

একটি বিশেষ সময়ের কথা উল্লেখ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তানের কিছু মন্দ বিষয় চিহ্নিত করে বলেন, পাকিস্তানে কিছু মন্দ জিনিস আরম্ভ হয়েছে, যেমন ভিডিও ক্যাসেট এর অপব্যবহার। তিনি (রাহে.) বলেন, আমি এক খুতবায় ঘোষণা করেছিলাম, কিছু নোংরা রীতিনীতি ঢুকে পড়ছে এগুলোর ফলে জাতির নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ঘরের শান্তি বিনষ্ট হবে। স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং তাদের বন্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, চিড় ধরবে। এই প্রবণতাকে কক্ষনো বাড়তে দেবেন না বা প্রশ্রয় দিবেন না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, পাকিস্তান থেকে যেসব চিঠিপত্র পাই তাতে আমার হৃদয় খোদার দরবারে বারবার সিজদাবনত হয়েছে। কারণ, ঐসব লোক, যারা কিছু মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল তারা পরিষ্কার লিখেছে যে, আমরা এসব মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামা'তের সাথে আমরা সম্পৃক্ত। যখন আপনার কথা সরাসরি আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন আমরা আমাদের মন থেকে এসব মিথ্যা প্রতিমা চূণবিচূর্ণ করে বাইরে নিক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন, জামা'তের সদস্যদের পুণ্যকর্মের আহ্বানে সাড়া দেয়ার যে প্রবণতা রয়েছে এটিই সত্যের আসল প্রাণ, যা পৃথিবীতে কোন মিথ্যাবাদী সৃষ্টি করতে পারবে না।

এরপর রয়েছে আমার যুগের বিভিন্ন ঘটনা। ২০০৪ সনে আমি নাইজেরিয়ার সফর করেছিলাম, দু'দিনের প্রোগ্রাম ছিল। প্রথমে নির্ধারিত সফরসূচীতে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ঘটনাচক্রে এবং অনন্যোপায় হয়ে এটি হয় কেননা, সেখান থেকেই ফ্লাইট চলত। কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, এখানে আসার খুবই প্রয়োজন ছিল আর না আসলে বড় ভুল হতো। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই নাইজেরিয়া জামা'তের জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং বহুসংখ্যক লোক তাতে অংশগ্রহণও করেছিল। ধারণা ছিল না যে, আমার আগমনে সেখানে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসতে পারবে। কিন্তু শুধু দু'ঘন্টার জন্য সেখানে লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে এবং প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হয়। তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যে দৃশ্য আমরা দেখেছি তা দেখার মতো ছিল।

খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসার যে সম্পর্ক, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যারা পূর্বে কখনো সরাসরি যুগ-খলীফাকে দেখেও নি তারা যখন সরাসরি দেখল তখন তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় ছিল। ফেরত আসার সময় কিছু নারী ও পুরুষ দোয়ায় এত অবেগাপ্লুত ছিল এবং এমনভাবে ছটফট করছিল যা দেখে আশ্চর্য হতে হয় আর এরূপ ভালোবাসা কেবল খোদা তা'লাই সৃষ্টি করতে পারেন এবং খোদা তা'লার জন্যই হতে পারে।

মৌলভীরা বলে আমরা আফ্রিকার অমুক রাষ্ট্রে আহমদীয়া জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছি আর অমুক দেশ আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, মিশন বন্ধ হয়ে যাবে, এই করেছি সেই করেছি, বড় বড় বুলি আওড়ায়। কিন্তু তাদের কেউ জিজ্ঞেস করুক, সেখানকার মানুষ যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে আর এসব চেহারা যা এম.টি.এ. এখন পৃথিবীবাসীকেও দেখাচ্ছে এবং আমরা নিজেরাও সেখানে গিয়ে দেখেছি, এগুলো কী? এটি কি মিশন বা জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ করানোর ফল? যাহোক তারা তো চাপাবাজি করবেই, করুক। কিন্তু এসব কথা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

২০০৮ সালে ঘানার সফর ছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেখানে জামা'ত একটি জমি ক্রয় করেছে, পাঁচশত একরের মতো অনেক বড় একটি জায়গা এটি। সেখানে জলসা ছিল। অধিকাংশ নারী-পুরুষ আমার যাওয়ার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। এই নতুন জায়গাটিতে পূর্বে একটি মুরগির খামার ছিল, এর ছাউনিও ছিল। এটিকে বদলে সেখানকার জামা'ত জলসার আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। দরজা, জানালা লাগিয়ে ব্যারাকের মতো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে স্থানের অপ্রতুলতা ছিল। কিন্তু স্থান-স্বল্পতার বিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করে নি। সেখানে জলসায় যে বিপুল সংখ্যায় লোক সমাগম হয়েছিল তাদের মাঝে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও ছিল। ব্যবসায়ী, স্কুলের শিক্ষক, অন্যান্য পেশার লোকেরাও ছিল। যারা থাকার জায়গা পায় নি তারা বাইরে পাটি বিছিয়ে সানন্দে শুয়ে পড়েছে। এমনিতেই ঘানিয়ান জাতি ধৈর্যশীল; কিন্তু সে দিনগুলোতে তারা বিশেষভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করেছে। যারা বাইরে ঘুমায় বা বাইরে পড়েছিল, তাদের দু'একজনকে কেউ বলে যে, তোমাদের অনেক কষ্ট হয়ে থাকবে; উত্তরে তারা বললো, আমরা জলসা শুনতে এসেছি আর যুগ-খলীফার উপস্থিতিতে জলসা হচ্ছে। দু'দিনের সাময়িক কষ্টে কী যায় আসে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন, তাতেই আমরা আনন্দিত। বুরকিনাফাসো এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে সেখানে লোকেরা এসেছিল। আমি জানতে পারি বুরকিনাফাসো থেকে অনেক বড় একটি কাফেলা এসেছে, তাদের কিছু লোক খাবার পায় নি। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার ছিল। সেখানে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ছিল। ষোল'শ কিলোমিটার সফর করে তিনশ খোদ্দাম সাইকেল যোগে সেখানে এসেছিল। যাহোক সেখানকার একজন মুবাল্লেগকে আমি বললাম, যারা খাবার পায় নি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং ভবিষ্যতে আপনারা তাদের যত্ন নেবেন। যখন তাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছানো হয় তখন তারা উত্তরে বলে, আমরা যে লক্ষ্যে এসেছিলাম তা আমরা অর্জন করে ফেলেছি। খাবার বড় কোন বিষয় নয়; খাবার তো আমরা প্রতিদিনই খাই। এ দরিদ্র লোকেরা প্রতিদিন কী-ইবা খেয়ে থাকে। তারা বললো, যে আধ্যাত্মিক খাবার আমরা এখন খাচ্ছি তা প্রত্যেকদিন পাওয়া যায় না। বুরকিনাফাসো জামা'ত খুব পুরোনো নয়। আমার ধারণা যখন আমি সফরে গিয়েছিলাম তখন দশ পনেরো বছরের পুরোনো ছিল; এখন তিরিশ বছর পুরোনো হবে। কিন্তু এরা নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ভালোবাসায় উত্তরোত্তর উন্নতি করছে। দারিদ্র্যের অবস্থা দেখুন, কিছু লোক যে একজোড়া কাপড় পরিধান করে এসেছিলেন সে কাপড়ই তাদের একমাত্র সম্বল ছিল; এতেই তিন চার দিন বা পাঁচদিন অথবা সপ্তাহ পার করেছেন এবং পুনরায় সফরও করেছেন। যেহেতু এটি খিলাফত জুবিলীর জলসা এবং যুগ খলীফার উপস্থিতিতে এ জলসা হচ্ছে তাই তারা চিন্তা করেছেন যে, আমরা অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করবো। এজন্য তারা এক এক টাকা জমা করে জলসায় এসেছিলেন। সুতরাং এমন ভালোবাসা খোদা তা'লা ছাড়া আর কে সৃষ্টি করতে পারে? যেসব খোদ্দাম সাইকেলে এসেছিল তাদের নিষ্ঠা এটি থেকেও অনুমান করা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে সাতদিন সফর করে তারা সেখানে পৌঁছেছিল। এ সাইকেল আরোহীদের মাঝে কয়েকজন পঞ্চাশ ষাট বছরের বৃদ্ধ এবং তেরো

চোদ্দ বছরের দুইজন কিশোরও ছিল। সেখানকার সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? আপনাদের অনেক পরিশ্রম হয়ে থাকবে। তিনি উত্তরে বলেন, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা ইসলামের জন্য অগণিত কুরবানী করেছেন। আমরা চাচ্ছিলাম, আমাদের খোদ্দামরাও যেন সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে কোন এমন অনুষ্ঠান করা যাতে খিলাফতের সাথে আমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং আমরা যুগ খলীফাকে জানাতে পারব যে, আমরা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি এবং সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছি। সাইকেল আরোহীদের যাত্রা শুরু করার প্রাক্কালে সেখানে এক টিভি (চ্যানেলের) প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করে যে, আপনাদের সাইকেলের অবস্থা করুণ! ভাঙা, নিতান্তই সাধারণ মানের সাইকেল, এখানকার ইউরোপের সাইকেলের মতো উন্নত নয়; কীভাবে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিবেন? উত্তরে জামা'তের প্রতিনিধি তাকে বলেন, আমাদের সাইকেল যদিও জরাজীর্ণ কিন্তু আমাদের ঈমান এবং সংকল্প অনেক বড়। আমরা খিলাফতরূপী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই যাত্রা করছি। জাতীয় টেলিভিশন যখন এই সংবাদ প্রচার করে তখন এই টিভি সংবাদের যে শিরোনাম পাঠ করা হয় তা হলো, আল্লাহ্‌র জন্য খিলাফত জুবিলী উপলক্ষ্যে ওয়াগা থেকে আক্রা যাত্রা। ওয়াগা হলো বুরকিনাফাসোর রাজধানী এবং আক্রা ঘানার রাজধানী। সংবাদপত্রের শিরোনামে লিখেছিল, সাইকেল জরাজীর্ণ হলেও ঈমান তাদের সুদৃঢ়। এরা জন্মগত আহমদী নন; সাহাবীদের সন্তান-সন্ততিও নন, বরং হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাসকারী এমন অঞ্চলের অধিবাসী যেখানে কাঁচা সড়ক, আবার কোথাও সেটিও নেই। যেখানে বিদ্যুৎ ও পানির সুবিধাও ছিল না; মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন বিরল দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন যে, আশ্চর্য হতে হয়! কোন কোন স্থানে অভাব ও দারিদ্র্য তাদেরকে একেবারে অবর্ণনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার দাসের জামা'তভুক্ত হয়ে তাদের মাঝে সেই/এমন নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে যে, যেখানে যখনই ধর্মের প্রশ্ন আসে সেখানে তাদের সংকল্প পর্বতসম দৃঢ়, কুরবানির জন্য প্রস্তুত আর ভালোবাসার চেতনায় সমৃদ্ধ। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং আমাদের সবার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন– এই দোয়াই আমাদের সর্বদা করতে থাকা উচিত।

বুরকিনাফাসোর এক বন্ধু ছিলেন ঈসা সাহেব। তিনি বলেন, আমি ২০০৫ সনে বয়আত করেছি। যখন তাকে এটি জিজ্ঞেস করা হয় তখন তার বয়আতের তিন বছর হয়েছিল। তিনি বলেন, তিন বছর তো হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি যে, আমি কী এবং আমি কতটা সৌভাগ্যবান আর আমি কী লাভ করেছি! আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, কেননা আজ আমি যুগ-খলীফাকে দেখেছি এবং সাক্ষাৎ করেছি। আর কিছু লোকের খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা তাদের চোখ থেকে অশ্রুরূপে ঝরছিল। সুতরাং এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা নব প্রতিষ্ঠিত জামা'তের মধ্যে রয়েছে। গত বছর একটি ভুলবুঝাবুঝিকে পুঁজি করে কোন ফিতনাবাজ ফিতনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কতিপয় যুবক নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও তার কথায় প্রভাবিত হয় এবং তাদের আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে আহমদী পরিচয় দিত ঠিকই, কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। যাহোক আমি সেখানে মালী থেকে একজন স্থানীয় মুবাল্লেগ প্রেরণ করি। তিনি ছিলেন মায়ায সাহেব। সেখানে গিয়ে তিনি তাদেরকে বুঝান এবং তাদেরকে বলেন যে, তোমরা একদিকে বল খিলাফতের সাথে তোমাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে; অপরদিকে জামা'ত থেকে দূরে সরে যাচ্ছ– এটি ঠিক নয়। এরপর প্রায় সকলেই ক্ষমার জন্য চিঠি লিখতে শুরু করে এবং তারা বলে যে, আমরা ভুল বুঝাবুঝির বশবর্তী হয়ে এবং তরবিয়তের ঘাটতির কারণে এসব কথায় সায় দিয়েছিলাম।

খিলাফতের সাথে আমাদের পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আছে এবং আমরা খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে পুনরায় তারা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তরবিয়তের ঘাটতির কারণে তারা হোঁচট খায়। কিন্তু তাদেরকে বুঝানোর সাথে সাথেই নিজ ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং খিলাফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ করে বলে যে, আমরা যখন পৃথক ছিলাম, তখনও আমরা খিলাফত থেকে পৃথক হই নি। আমরা তো কেবল কতিপয় কর্মকর্তা থেকে পৃথক হয়েছিলাম। যাহোক এ হলো তাদের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার মান। একইভাবে গাম্বিয়া থেকে আগতদের অবস্থাও অভিন্ন ছিল। আইভোরিকোস্ট এবং অন্যান্য দেশ থেকেও আহমদীরা এসেছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রীতেতে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতায় অগ্রগামী ছিল।

আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, ঘানার জলসার সময়, আমাদের আবাসন থেকে জলসা গাহের মাঝে বেশ দূরত্ব ছিল। রাস্তা ছিল কিছুটা আঁকাবাঁকা, যা কিলোমিটারের বেশি পথ ছিল। নারী-পুরুষরা পথে দাঁড়িয়ে থাকত, শিশুদেরকে মহিলারা উঁচু করে ধরে রেখে তাদের দিয়ে সালাম দেয়াতো। ভালোবাসার এক বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ছিল, ভালোবাসা যেন উপচে পড়ছিল। সেখানে খিলাফত শতবার্ষিকীর জলসায় মহিলাদের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছিল। সবাই খিলাফতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করছিল। তাদের ভালোবাসা তাদের চোখ-মুখ থেকে, তাদের আচার আচরণ থেকে এবং চেহারা থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। এর পাশাপাশি তারা নিজেদের নামাযেরও সুরক্ষা করতে জানত। তারা নামাযে ও তাহাজ্জুদে খুবই নিয়মিত উপস্থিত হতো।

আমি নাইজেরিয়াতে দুই দিনের জন্য গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম বেনীন থেকে সড়ক পথে। যাহোক পথে এক জায়গায় বিরতি দেয়ার কথা ছিল, এটি খুব সম্ভব ২০০৪ সালেরই ঘটনা হবে। প্রথমে বিরতির পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু তারা বলে যে, নতুন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে, সেটি দেখে যান। সেখানে মানুষ পূর্ব থেকেই উপস্থিত ও অপেক্ষমান ছিল। সেখানে উপস্থিত সকল পুরুষ এবং শিশু-কিশোরদের সকলেরই করমর্দন করার ইচ্ছে ছিল। মহিলারাও কাছ থেকে দেখার বাসনা রাখত। সময়ের স্বল্পতার কারণে করমর্দন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু যারা জোর করে করতে পেরেছে তারা করেছে। সেই ভিড়ের ভেতর যখন একবার চাপ খুব বেড়ে যায় তখন আমাদের কাফেলার কেউ একজন কোন মহিলাকে বলে যে, পিছনে সরে যাও। সেই মহিলা খুব রাগান্বিত হয়ে আসেন আর মনে হচ্ছিল রাগের আতিশহ্যে সেই ব্যাক্তিকে উঠিয়ে বাহিরে নিক্ষেপ করবে যে, তুমি আমার এবং খলীফার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কে। যাহোক এটি ছিল তাদের আবেগ। কিছুক্ষণ পর আমি তাদেরকে শান্ত হতে বললাম এবং বললাম যে, বসে পড়ুন। তখন সেখানে উপস্থিত শত শত লোক নীরবে বসে পড়ে। এই হচ্ছে খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্ক।

আমেরিকা সম্পর্কে বিশ্ব মনে করে যে, সেখানে শুধু বস্তুবাদী চিন্তাধারার লোকেরাই আছে আর ধর্মের সাথে তাদের সর্ম্পক খুবই কম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-ও তার একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যে, একবার তিনি কোন আশঙ্কার সংবাদ সম্বলিত একটি পত্র পান, যখন এই কথা বাহিরে প্রকাশ পায় তখন সেখানে দুজন দক্ষ আহমদী নিরাপত্তাকর্মী ছিল, যারা স্বয়ং সেখানে পৌঁছে যায় আর সারারাত বাহিরে থেকে পাহারা দেয়। যাহোক আমেরিকানদের মধ্যেও অনেক আন্তরিকতা রয়েছে। যখনই আমি সেখানে সফরে গিয়েছি, তারা সবসময় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ করেছে। এখানেও আমেরিকা থেকে প্রতিনিধি দল আসে। খলীফার সাথে তাদের কেমন গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সর্ম্পক বিদ্যমান তখন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারা কেবল জাগতিকতায় মত্ত– এমন ধারণাকে তাদের আচরণ খণ্ডন করে। ডিউটি প্রদানকারী যুবকরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার সফরে সময় দিয়েছে, নিজেদের

ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরিকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, এসবের কোন তোয়াক্কা করে নি। তাদের মাঝে এমনও ছিল যারা বলেছে, আমরা কেবল চাকরি শুরু করেছিলাম আর জলসা ও আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য ছুটি পাচ্ছিলাম না, তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।

কানাডার খোদ্দাম বা যুবক, শিশু-কিশোর এবং মহিলাদের আচরণও অভিন্ন। আমেরিকা, কানাডা বা ইউরোপের যেকোন দেশই হোক না কেন, বিশ্বের সর্বত্র নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়, আর এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা মানবিক কোন চেষ্টাপ্রচেষ্টায় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কয়েক বছর পূর্বে জার্মানীতে আমি একটি খুতবা দিয়েছিলাম, যাতে খিলাফতের আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার বিষয় বর্ণনা করেছিলাম, যা কেবল জার্মানবাসীদের জন্যই ছিল না, বরং তা ছিল সবার জন্য আর এটিই হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানকার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জার্মানীর কতক দৃষ্টান্ত আমি তাতে তুলে ধরেছিলাম। যাহোক, এতে সারা বিশ্বের আহমদীরা সাড়া দিয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে খিলাফতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করেছে। জার্মানীবাসীও ঠিক একইভাবে মনোভাব প্রকাশ করেছে, বিশেষত এ বিষয়ে তাদের কয়েকজন নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মধ্য থেকে কতক কর্মকর্তা কিছু নির্দেশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরম্ভ করে দেয়। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে এমনটি হবে না। আল্লাহ্ করুন তারা যেন এর ওপর প্রতিষ্ঠিতও থাকেন আর বিশ্বের প্রতিটি দেশও যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জর্ডান থেকে কাশেম সাহেব লিখেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সবচেয়ে সুন্দর এবং মহান প্রমাণ হলো, খিলাফতের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা আর আনুগত্য খোদা তা'লা স্বয়ং আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমি যখন বয়আতের সিদ্ধান্ত নেই তখন আমার হৃদয়ে একটি প্রশ্ন জাগে যে, সত্যই কি এ জামা'ত এখনও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের যে উদ্দেশ্য তা ভুলে যায় নি? তখন পর্যন্ত খিলাফতের বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটাচ্ছেন আর ঝগড়া-বিবাদকারীদের মাঝে মিমাংসা করছেন। তিনি বলেন, (তিনি তার স্বপ্নের কথা হুযূরকে লিখেন যে,) আমি আমার হাত আপনার (হুযূরের) হাতের ওপর রাখি আর আপনার আংটিতে চুমু দেই, সেই সময় আমি আপনার স্নেহ এবং দয়া অনুভব করি আর আমার হৃদয়ে আপনার জন্য অদৃশ্য থেকে এক অলৌকিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় আর তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বয়আত নবায়ন করতে চাই আর আপনার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি।

এরপর বুলগেরিয়ার ঘটনা, সেখানে আমাদের বিরোধীরা বিরোধিতার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখেনি। বর্তমানে দীর্ঘদিন পর জামা'ত রেজিস্ট্রেশন করতে পেরেছে, পূর্বে একবার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বুলগেরিয়ার মুফতি জামা'তের কতক সদস্যকে প্রলোভন দেখিয়ে জামা'তকে অস্বীকার করার জন্য বলে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল আহমদী শুধুমাত্র ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতই নয় বরং পূর্বের তুলনায় অধিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছে এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক দৃঢ় করছে। একজন মহিলার কাছে তিনজন ব্যক্তি গিয়ে জামা'ত ত্যাগ করে তাদের দলভুক্ত হলে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমরা তোমাকে সাহায্যও করবো। এতে সেই সংগ্রামী মহিলা দৃঢ়তার সাথে বলেন, আহমদীয়াত সত্য আর আমি আমার খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আল্লাহ তা'লা আমাকে তিন চারটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং অবহিত করেছেন যে, এ জামা'ত সত্য। কাজেই, এই জামা'ত পরিত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না।

বেনিনের বর্তমান মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, নওমোবাইনদের জলসায় একজন নুতন বয়আতকারী রজ্জাস সাহেব নওমোবাইনদের প্রতিনিধিত্বে বলেন, জাগতিক ব্যবস্থাপনায় কারো যদি সমস্যা হয় তাহলে সে চীফ বা গ্রোত্র প্রধানের কাছে যায়। কাজ না হলে তহশিলদারের কাছে যায়, তারপর মেয়রের কাছে যায়, তারপর মন্ত্রীর কাছে যায়, তারপর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যায়। আর তিনিও কথা শুনবেন কি-না, কাজ করবেন কি-না তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের ব্যবস্থাপনা অনন্য ও অসাধারণ। আহমদীয়া জামা'তের কাছে খলীফা আছেন, যিনি প্রত্যেকের ভাষা বুঝেন এবং প্রত্যেক জাতিকে আশিসধন্য করেন। তিনি বলেন, এটি আহমদীয়া খিলাফতেরই কল্যাণ, আমরা কুরআন পড়া আরম্ভ করেছি আর যে ইসলাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন, তা আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

ফ্রান্সের ডেইলা সাহেবা লিখেন, আমি ২০১৭ সালে বয়আত গ্রহণ করি। রোজ সকালে আমি আপনার চিঠি পড়ি। এটি আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে। আপনার সুরক্ষা ও ঐশী সাহায্যের জন্য প্রত্যেক নামাযে আমি দোয়া করি। দোয়ার এই প্রেরণাও আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট। তিনি বলেন, বয়আত করার পর আমি একেবারেই নতুন একজন মানুষে পরিণত হয়েছি।

মালির সান রিজিওনে কর্মরত মুবাল্লেগ লিখেন, আমাদের ওলোঁ জামা'তের এক সদস্য আব্দুর রহমান কোলিবালি সাহেব (যিনি কিছুদিন পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন) তার সন্তানদের একত্রিত করে এই উপদেশ দেন যে, আমি যদি যুবক হতাম আর চলাফেরা করতে পারতাম, তাহলে জামা'তের মিশন হাউজে গিয়ে বসে থাকতাম আর জামা'ত আমাকে যে কাজই করতে দিত, আমি নির্দ্বিধায় তা করতাম। এর সাথে তিনি তার সন্তানদের এই উপদেশও দেন যে, তার দুই মাসের চাঁদা বকেয়া আছে, জীবনের কোন বিশ্বাস নেই, তাই এই বকেয়া চাঁদা যেন অবশ্যই পরিশোধ করে দেয়া হয়, যাতে তিনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা না যান। তৃতীয়ত তিনি তার সন্তানদের এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বদা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখবে আর কখনো খিলাফতের সাথে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে না, আর সর্বদা চাঁদা পরিশোধ করবে।

গামবিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের এখানে এক মহিলার নাম হলো রহমত জালূ সাহেবা, বয়আতের পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করার বিষয়টি তাকে জানালে তিনি তাৎক্ষণাৎ ১০০ ডালাসি চাঁদা আদায় করেন। তার ছোট্ট একটি দোকান আছে, তবুও তিনি নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে চাঁদা আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ এবং যুগ-খলীফার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষী। এই সম্পর্ক আর ভালোবাসার কারণেই আমি চাঁদা দেই আর আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার জন্য ত্যাগ স্বীকার করি।

তাজাকিস্তানের এক বন্ধু ইজ্জত আমান সাহেব বলেন, আমার মায়ের বয়স যখন ৭২ বছর, তখন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বেই কয়েক বছর ধরে হৃদরোগ এবং মানসিক চাপের কারণে অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এ রোগের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক দুর্বল হয়ে যায় আর ডাক্তারের কথার কারণে আমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে হতাশা ছেয়ে যায়। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সম্পর্কের কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি দোয়ার জন্য বললে আল্লাহ্ তা'লা তা অবশ্যই কবুল করবেন। তিনি বলেন, যাহোক আমি যখন দোয়ার জন্য লিখলাম, তখন দোয়ার সাথে হোমিও ওষুধও পেলাম। আমার মা সুস্থ হয়ে গেলেন আর এখন আমার মায়ের বয়স (যখন তিনি লিখেছিলেন) ৭৯ বছর এবং তিনি হজ্জব্রত পালনেরও বাসনা রাখেন। আর এটি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এবং যুগ-খলীফার দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে নুতন জীবন দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য এমন দৃশ্য প্রদর্শন করেন যেন এটি স্পষ্ট হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছিলেন তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছিল এবং সত্য ছিল।

তাহের নাদিম সাহেব এক আহমদী শিশুর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার ঘটনা লিখেন। তুরস্ক সফরের সময় এক আহমদী বন্ধুর ঘরে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বসে ছিলাম, এমন সময় তার তিন চার বছরের সন্তান আসে এবং সালাম দিয়ে আমার কানে কানে বলে, আমি হুযুরকে চিঠি পাঠাবো, আপনি কি নিয়ে যাবেন? আমি বললাম, কেন নয়, অবশ্যই নিয়ে যাবো। এরপর সেই শিশু সন্তান একটি কাগজে আঁকাবাঁকা দুই লাইন এঁকে নিয়ে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চিঠিতে কি লিখেছ? সে বলল, আমি লিখেছি, হুযুর! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, আমি পত্রটি এখানে দিয়ে দেই, আমার পক্ষ থেকে তার উত্তরও প্রেরণ করা হয়। তার সন্তান যখন সেই উত্তর পায়, তার পিতার ভাষ্যমতে তখন তার এবং পরিবারের অন্য সব সদস্যের আনন্দের কোন সীমা ছিল না।

অনুরূপভাবে মেসিডোনিয়ার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব আরেকটি শিশুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, সম্প্রতি বসনিয়া সফরকালে এক বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় হয়, পাকিস্তানী বন্ধু ছিলেন, তার সাথে তবলীগি আলোচনা হয়। এরপর তার সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ হতে থাকে। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে দুবাই এয়ারপোর্টে একটি পরিবারের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় যাদের তিন-চার বছর বয়স্ক একটি মেয়ে ছিল, যে বলছিল- আমাদের সবার নামায পড়া উচিত এবং সত্যকথা বলা উচিত। আমি যখন জানতে পারি যে, এই পরিবারটি আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখে তখন আমি সেই শিশু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা কী? তখন সে বলে– লণ্ডনে প্রিয় হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি বলেন, এ কথাটি আমার ওপর গভীর রেখাপাত করে, এত অল্প বয়সে তার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো, খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করা।

অনুরূপভাবে বর্তমানে শিশুদের একটি গেইম সম্পর্কে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তা খেলা যাবে না, কেননা এর ফলে কখনো কখনো বদভ্যাস হয়ে যায়। (এর ফলে) প্রথমে পিতামাতারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, কীভাবে আমরা সন্তানদের বিরত রাখবো। কিন্তু অধিকাংশ পিতামাতা আমাকে লিখেন যে, আপনার খুতবা শোনার পর শিশুরা স্বয়ং আমাদেরকে এসে বলে যে, এখন যেহেতু যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে (নিষেধাজ্ঞা) এসে গেছে যে, খেলা যাবে না, তাই আমরা আর খেলবো না। আর এখনও আমার কাছে অধিকাংশ সময় পত্র আসে, মানুষ অর্থাৎ শিশুরা লেখে যে, আমরা এখন এতটা সময় এই গেইম খেলতে পারবো কি? অর্থাৎ, তাদের মধ্যে একটি চেতনাবোধ রয়েছে যে, যুগ-খলীফার সাথে সম্পর্কের দাবি হলো প্রতারিত না করা আর সেই কাজ করা উচিত যা যুগ খলীফা আমাদের কল্যাণের জন্য চান।

হন্ডুরাসের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন স্থানীয় আহমদী পারসী মোরিও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তার অবস্থাদৃষ্টে আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা ও সমস্যার কথা জানিয়ে যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখুন। তিনি যখন পত্র লিখেন, তিনি বলেন যে, তখন তার সমস্যাবলী আপনাআপনিই সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলেন, এতে আমি একটি অদৃশ্য শক্তি লাভ করি আর খিলাফতের প্রতি আমার বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মরক্কো থেকে আফারী সাহেব লিখেন, (খিলাফত) আমার হৃদয় ও জীবনকে কৃপা ও আশিসে জ্যোতির্মণ্ডিত করে দিয়েছে। আমি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে হেদায়েত দান করেছেন। আপনাকে (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্কে) দেখে আমার নেশার মতো হতে থাকে, একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অনুভূতি হয়। (অথচ) আমি আপনার সাথে কখনো

বসিও নি আর কখনো সরাসরি কথাও বলি নি, নিশ্চিতরূপে এটি ঐশি শক্তি আর খোদাপ্রদত্ত সত্যিকার ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লা সদা তার সাহায্য ও সমর্থন করুন।

অতঃপর রয়েছেন ইয়ামেনের ঈমান সাহেবা। তিনি বলেন, আমি নিজ সত্তা, নিজের সন্তানাদি, নিজ পরিবারপরিজন এবং অন্য সবার চেয়ে হুযূরকে বেশি ভালোবাসি। এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি ও আনন্দের ব্যবস্থা হয় আর আমি এই আশায় বুক বাধি যে, ইনশাআল্লাহ্ পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন এবং তাঁর পর খিলাফত এ কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন, বিকৃতির সংশোধন হয়, আমাদের জাগতিক দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। আমার অবস্থা তো এমন যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, হে খোদা! যদি তুমি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে আর কোন বিষয়ের আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না। আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যেন সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন আর যাদের প্রতি এবং যাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট।

এরপর তিউনিসিয়া থেকে তৌফিক সাহেব লিখেন, আপনাকে আমরা ভালোবাসি, আমরা আপনার নৌকার আরোহী এবং এতেই তরবিয়ত লাভ করেছি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঝর্ণাধারা থেকে খেয়েছি ও পান করেছি। আমরা আমাদের অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত। আপনার সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে আমাদের সংশোধন হতে পারে না। আমরা বস্তুজগতের অভিলাষ রাখি না, শুধু এতটুকু চাওয়া যে, আমাদের সম্পর্কে যেন এটি বলা হয় যে, অমুক এই বরকতমণ্ডিত জামা'তের অনুসরণের কল্যাণে সফল হয়েছে। আমরা যেন অঙ্গীকারে প্রতিষ্টিত থাকতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক লাভ করতে পারি। সেইসাথে মুসলমানদের ঐক্যের জন্যও দোয়ার আবেদন করছি।

যাহোক এই কয়েকটি উদাহরণ আমি উপস্থাপন করলাম যেগুলো এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে যে, হৃদয়ে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেন। কোন জাগতিক শক্তি তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশের যেন সেসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখার তৌফিক লাভ হয়।

এখন এম.টি.এ. সম্পর্কেও আমি একটি ঘোষণা করতে চাই। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার সংক্রান্ত। যাহোক গত ২৭ মে তারিখ থেকে, অর্থাৎ খিলাফত দিবস থেকে একটি নতুন ক্রমধারা অনুযায়ী চ্যানেলগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর বিস্তারিত আমি উল্লেখ করছি। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন জায়গায়, বিশেষত আমেরিকায় কিছুটা সমস্যাও দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন আশা করি এটি সমাধান করা হয়েছে। যাহোক উক্ত ব্যবস্থাপনা যা আরম্ভ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি বলে দিতে চাই যে, বিভিন্ন অঞ্চলের নিরিখে এম.টি.এ.-কে আটটি চ্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে।

এম.টি.এ. ওয়ান চ্যানেলটি সাধারণত যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের কিছু অঞ্চলের দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে ইংরেজি এবং উর্দূ। এই চ্যানেলেই ইংরেজি এবং উর্দূ ভাষার অনুষ্ঠান সমূহ সম্প্রচারিত হবে। সেই সাথে আরো কিছু ভাষার অনুষ্ঠানও ইংরেজি ও উর্দূ অনুবাদসহ সম্প্রচার করা হবে। আমার লাইভ ও নতুন রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানগুলোও এই চ্যানেলেরই অর্থাৎ এম.টি.এ. ওয়ান ওয়ার্ল্ড (এর অনুষ্ঠান) হিসেবে অন্য সবগুলো চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. টু ইউরোপ। এই চ্যানেলটি ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকদের জন্য হবে। এতে উর্দূ, ইংরেজি, তুর্কি, ফরাসী, স্পেনিশ, জার্মান, ডাচ, রাশিয়ান এবং ফার্সী ভাষার

অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এখন এটিতে বিভিন্ন ভাষার দুই-দুই ঘন্টার সার্ভিস সম্প্রচারিত হয়। উপরোল্লিখিত ভাষাগুলোর অনুষ্ঠান সমূহ এভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

এম.টি.এ. ত্রি আল-আরাবিয়া চ্যানেলটি সেভাবেই চলবে যেভাবে এখন চালু আছে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে আরবী।

এম.টি.এ. ফোর আফ্রিকা। এই চ্যানেলটি পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা বা ভাষাসমূহ হবে ইংরেজি, ফরাসী এবং সোয়াহিলি। আর এই ভাষা সমূহের অনুষ্ঠানই এতে সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. ফাইভ আফ্রিকা। এই চ্যানেলটি পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষা হবে ইংরেজি। এছাড়া ক্রিওল, হাওসা, চুহি ও ইওরোবা ভাষার অনুষ্ঠানও এতে সম্প্রচাতি হবে।

এম.টি.এ. সিক্স এশিয়া। এই চ্যানেলটি এশিয়া সেট-এ থাকবে আর এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিওজিল্যান্ড এবং রাশিয়া ইত্যাদি দেশের দর্শকদের উদ্দেশ্যে হবে। এই চ্যানেলের মূল ভাষাগুলো হবে উর্দূ, ইংরেজি এবং ইন্দোনেশিয়ান। এতে উর্দূ, ইংরেজি, বাংলা, পশতু, সিন্ধি, সারায়েকী, ফার্সী, ইন্দোনেশিয়ান এবং রাশিয়ান ভাষার অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করা হবে। পূর্বেও এভাবেই হচ্ছে, কিন্তু এগুলোকে সময়ের নিরিখে কিছুটা ভাগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো সময়সূচী পেয়ে গিয়ে থাকবে।

এম.টি.এ. সেভেন এশিয়া। এটি এইচডি চ্যানেল। ছোট ডিশে দেখা যাবে। এটি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল ইত্যাদি দেশের দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের ভাষাগুলো হলো উর্দূ, বাংলা ও হিন্দী। এগুলো ছাড়া এতে তামিল ও মালয়ালম ভাষার অনুষ্ঠানও সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ. আট আমেরিকা। এই চ্যানেলটি আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের দর্শকদের জন্য হবে। পূর্বেই এটি চলমান আছে। এতে বিন্যাসের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে, অর্থাৎ সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। যাহোক প্রকৃতপক্ষে এই চ্যানেলগুলো নীতিগতভাবে সেভাবেই চালু আছে যেভাবে চালু ছিল। যাহোক এম.টি.এ. আট আমেরিকা হিসেবে এর নামকরণ করা হয়েছে আর এটি আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলের দর্শকদের জন্য হবে। এই চ্যানেলের ভাষা হবে ইংরেজি এবং উর্দূ। এছাড়া ফরাসী এবং স্পেনিশ ভাষার অনুষ্ঠানও এতে সম্প্রচারিত হবে।

এম.টি.এ.-র নিম্নবর্ণিত লাইভ অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে। রাহে হুদা, আলহিওয়ারুল মুবাশের এবং বাংলা অনুষ্ঠান এম.টি.এ.-র সকল চ্যানেলে উক্ত অনুষ্ঠানগুলোর অনুবাদ সেসব চ্যানেলের মূল ভাষায় সম্প্রচারিত হবে। এছাড়া এম.টি.এ. জারনাল ইসলাম, এটি সুইসটেন যা জার্মানীর ভাষা বা শব্দ, তাতে এম.টি.এ. দুই ইউরোপ-এ সম্প্রচারিত হবে। হরাইযন ডি ইসলাম, এটি এম.টি.এ. এক, এম.টি.এ. দুই ইউরোপ, এম.টি.এ. চার আফ্রিকা এবং এম.টি.এ. পাঁচ আফ্রিকা চ্যানেলে মূল ভাষার পাশাপাশি ফরাসী ভাষায় সম্প্রচারিত হবে। এর অনুবাদও একইসাথে সম্প্রচারিত হবে। অনুরূপভাবে ইন্তেখাবে সুখান ইত্যাদি অনুষ্ঠান এম.টি.এ. ওয়ান এবং এম.টি.এ. টু ইউরোপ, এম.টি.এ. সিক্স এশিয়া এবং এম.টি.এ. সেভেন এশিয়ায় সম্প্রচারিত হবে। যাহোক চ্যানেলের হিসাবে এই সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে সেটিং ইত্যাদিতে হয়ত সাধারণত কোন পরিবর্তন হবে না। পূর্ব থেকে এভাবেই চলে আসছে, এখন এই হিসেবে বিভিন্ন চ্যানেলের কেবল নামকরণ করা হয়েছে।

যাহোক এই যে নতুন ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে আল্লাহ্ তা'লা এতে কল্যাণ দান করুন। আর এম.টি.এ.-কে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীতে প্রচারের তৌফিক দান করুন।